আমি সে ও সখা

এস, ডি, প্রোডাকসন্স-এর প্রথম নিবেদন

আমি সে ও সখা

প্রযোজনা : **শ্যামল মিত্র ও দীপেন ভট্টাচার্য্য**

কাহিনী :	চিত্রনাট্য-পরিচালনা :	সংগীত :
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	**মঙ্গল চক্রবর্ত্তী**	**শ্যামল মিত্র**

চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ। শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল, অতুল চ্যাটার্জী। সম্পাদনা : রবীন দাস শিল্পনির্দ্দেশনা : প্রসাদ মিত্র। রূপসজ্জা : বসির আহমেদ। কর্মসচিব : রতন চক্রবর্ত্তী। প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ মিত্র। স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ। গীতিকার : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার পরিচয়লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। সংগীতগ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জী। শব্দপুনর্যোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী দৃশ্যপট : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। আলোকসজ্জায় : ডাবু গাঙ্গুলী।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : রথীন দে সরকার, জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, সুনীল দাস। সংগীত : অলক নাথ দে, শৈলেশ রায়, সলিল মিত্র। চিত্রগ্রহণ : পংকজ দাস, স্বপন দত্ত। সম্পাদনা : উজ্জ্বল নন্দী। রূপসজ্জা : মুন্সীরাম শর্মা : কর্মসচিব : সোমনাথ দাস। ব্যবস্থাপনা : গৌর দাস, অনিল দে। সাজসজ্জা : দাশরথী দাস। শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন, রথীন ঘোষ। সংগীতগ্রহণ : বলরাম বারুই। শব্দপুন-যোজনা : ভোলা সরকার, গোপাল ঘোষ। শিল্পনির্দ্দেশ : শশাঙ্ক সান্যাল।

। এন, টি, ১নং ও ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ-এ গৌরী মুখার্জী ও অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত ।

বিশ্ব-পরিবেশনা : **চন্দ্রিমা পিকচার্স**।

কাহিনী

সুধীর সাধারণ ঘরের স্কুল মাষ্টারের ছেলে। পিতার মৃত্যুর পর প্রায় অভিবাবকহীন সুধীর কৈশোরেই সমাজের অন্ধকার চোরা গলি বেয়ে বহরমপুর বোরস্টাল রিফর্মেটরীতে এল। ঘটনাচক্রে সুধীরের প্রতিবেশী এবং শৈশবের বন্ধু প্রশান্তর বাবা তখন সেখানকার জেলার। জানতে পেরে, প্রশান্তর বাবা সুধীরকে নিজের কাছে রেখে প্রশান্তর সঙ্গে সমমর্যাদায় মানুষ করেন। কালক্রমে দুজনেই তখন ডাক্তারী পাশ করে বেড়াতে এসেছে লক্ষ্ণৌ-তে। ইতিহাসের ছাত্রী এবং নামী লেখিকা চন্দ্রানীও এসেছে সে সময় লক্ষ্ণৌ-তে ঐতিহাসিক কিছু গবেষণা করতে। একদিকে প্রচুর সম্ভাবণাময় ভবিষ্যৎ অন্যদিকে চন্দ্রানীর ভালোবাসার উন্মেষকালে চন্দ্রানীর সাথে পরিচয় হল অভিন্ন-হৃদয় দুই বন্ধু সুধীর আর প্রশান্তের। দুজনেই চন্দ্রানীর প্রতি আকৃষ্ট। অবশেষে আত্মত্যাগী সুধীরই অগ্রণী হয়ে প্রশান্তকে বিয়ে দেয় চন্দ্রানীর সাথে। সুধীর থেকে গেল একই সংসারে—চন্দ্রানীর চোখের সামনে। কিছুদিন বাদে উচ্চশিক্ষার্থে সুধীর ও প্রশান্ত লণ্ডনে চলে গেল।

…লণ্ডন থেকে **M.R.C.O.G.** হয়ে ফিরে এসে প্রশান্ত আর সুধীর একটা নার্সিং হোম খুললো এবং সেখান থেকে প্রচুর অর্থাগমে হাসি আর আনন্দে উপচে পড়ে চন্দ্রানী প্রশান্ত আর সুধীরের সংসার।

…দিন যায়। প্রশান্তকে অর্থের নেশায় পেয়ে বসে। সুধীরের অজ্ঞাতে প্রশান্ত ন্যায় অন্যায়ের সীমাবোধ হারিয়ে ফেলে। অর্থের লোভে এক অবৈধ অপারেশনের সময় প্রশান্তের হাতে এক রোগিনীর মৃত্যু হয় এবং খুনের দায়ে ধরা পড়ে।

বিচারে প্রশান্তর কি হল? সদাহাস্যময় অভিন্ন-হৃদয় সুধীরের ভূমিকা কি? পর্দায় দেখুন।

সঙ্গীত

(১)

এমন স্বর্গ কখন দেখিনি আমি
মাটিতে যে আজ স্বর্গ এসেছে নামি ॥
অস্তসূর্য্য আকাশে এঁকেছে ছবি
কোন প্রেরণায় মন হয়ে গেছে কবি
মুগ্ধ দুচোখ স্তব্ধ হৃদয় সময় তো গেছে থামি ॥
তাজমহলের শুভ্র পাষাণে দুফোঁটা অশ্রু কার
একটি যেন গো শ্বেত কমল পাঁপড়ি মেলেছে তার ॥
দুচোখ যে আজ শুধু স্বপ্নের তৃষা
চলার এ পথে পেয়েছি নতুন দিশা
শান্ত নিমেষে মুক্ত জীবন
মুক্তর চেয়ে দামী ॥

(২)

এই হাসি মানায় নাতো চন্দ্রানী মুখ ছাড়া
তারার ভীড়েও ঠিক চেনা যায় কোনটা যে শুকতারা ॥
মুখ নয় ও চাঁদের আলো রাগলে পরে মানায় ভালো
ছাড়তে পারি যদি তুমি আমায় ডাকে দাও সাড়া ॥
ঠোঁটে ফোটে দুষ্ট হাসি চাও নাকি কাছে আসি
এমন নিয়ে কেমন কর এ তোমার কেমন ধারা ॥
জানিনাত মরণ কিসে মরেছি যে প্রেমের বিষে
সেজেছে আজ এ কোন সাজে লজ্জা তোমায়
মানায় না যে
লোকের কথায় কি আসে যায় মনই জানে-
মন যে কি চায়
ফণি শুধু তোলে ফণা যখন সে হয় মনিহারা ॥

: অভিনয়ে :

উত্তমকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়.

অসিতবরণ, স্বপনকুমার, সদানন্দ, মোহন,

ডাঃ এস, কে, দাস, সঞ্জীব, গৌতম,

মাঃ স্বপন, মাঃ তপন, অর্দ্ধেন্দু

মুখোপাধ্যায়; **কাবেরী বসু,**

আরতি ভট্টাচার্য্য, বাসবী

নন্দী, বনানী চৌধুরী, বাসন্তী

চ্যাটার্জী, অলকা, রেখা,

প্রভা, সুজাতা, শুক্লা।

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ভবতোষ গুহ, রবীন মিত্র, (লক্ষ্ণৌ), রাম্ সান্যাল (লক্ষ্ণৌ), দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল (লক্ষ্ণৌ), ডাঃ মনাস মৈত্র, প্রফুল্ল বাজপেয়ী, প্রভাত দাস, অনিল ঘোষ।

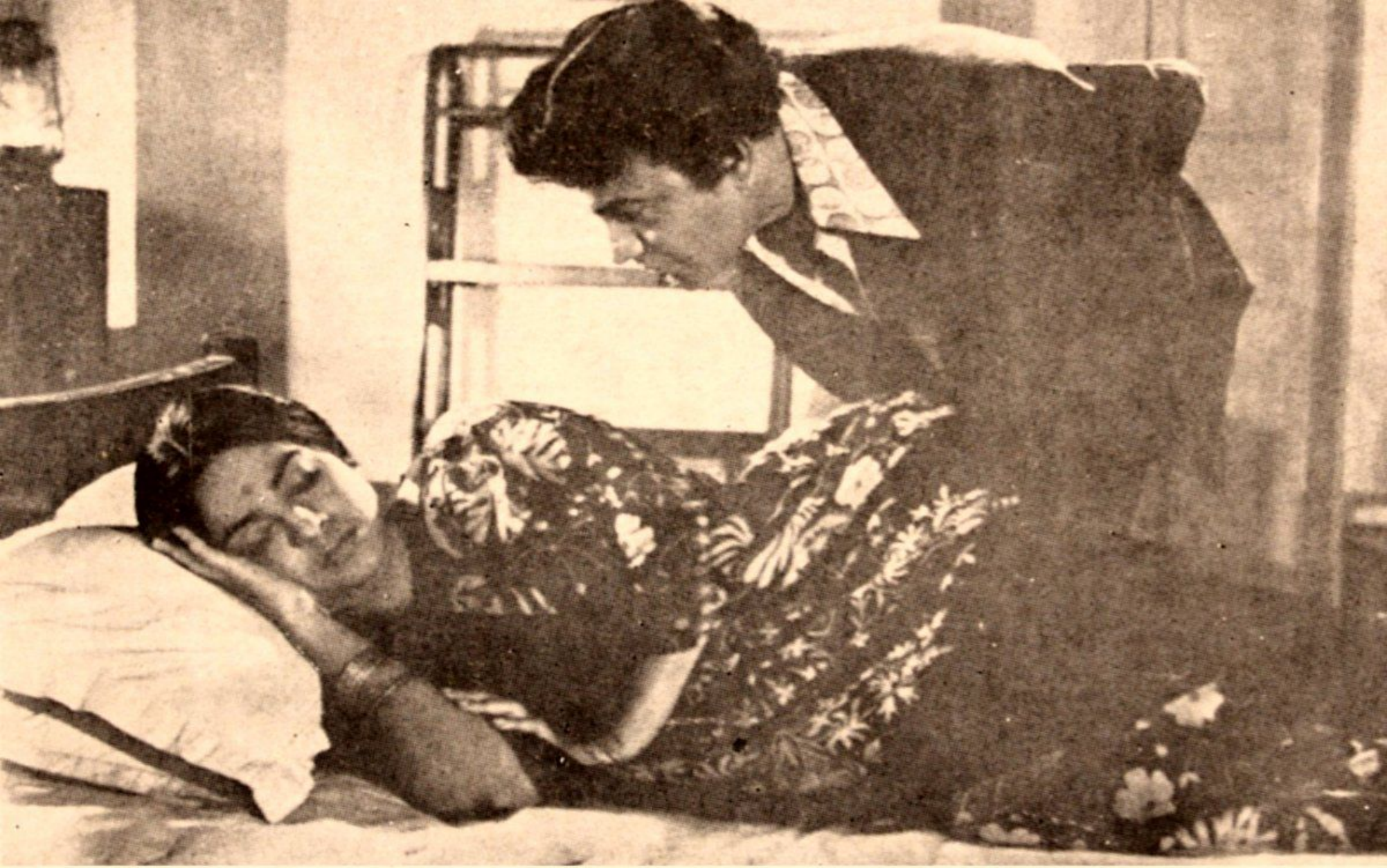

চন্দ্রিমা পিকচার্স, ৯, ক্রুকেড লেন, কলিকাতা-১ হইতে প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ কর্তৃক মুদ্রিত